সূচিপত্র

শুরুর আগে ২৫

ইসলামি ইতিহাসশাস্ত্র-কেন্দ্রিক কিছু কথা ৩২

ইসলামি ইতিহাসের পরিধি ৩২

কেন পড়ব নিজেদের ইতিহাস? লাভ কী তাতে? ৩২

ইতিহাস রচনার সাধারণ রীতি ৩৩

ইসলামি ইতিহাস সংকলনের সূচনা ৩৪

প্রথম অধ্যায়

'ইসলামপূর্ব' প্রাচীন ইতিহাস

সৃষ্টির সূচনা ৩৬

মুসলিম উম্মাহর পরিচয় ৩৬

প্রথম সৃষ্টি আদম আলাইহিস সালাম (প্রথম নবি) ৩৬

কাবিল ও হাবিল (পৃথিবীতে সংঘটিত প্রথম অপরাধ) ৩৮

শিস ইবনু আদম আলাইহিস সালাম ৩৯

ইদরিস আলাইহিস সালাম ৩৯

মানব অভিবাসন ৪০

পৃথিবীর প্রথম সভ্যতা ৪০

ইরাকের নবি-রাসুল ও রাজ্যসমূহ **৪১**
নুহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত (প্রথম রাসুল) ৪১
সুমেরীয় সাম্রাজ্য (ইরাক) ৪৩
ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ৪৪
আক্কাদীয় ও ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য (ইরাক) ৪৫
আশুরীয় সাম্রাজ্য (ইরাক) ৪৬
ইউনুস আলাইহিস সালাম ৪৬
ক্যালডীয় সাম্রাজ্য (New Babylonian Empire) 47
পারস্য সাম্রাজ্য ৪৮

শামের নবি-রাসুল ও রাজ্যসমূহ **৪৯**
শামে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ৪৯
লুত আলাইহিস সালাম ও সাদোমবাসী **(Sodom)** **51**
ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনার অবশিষ্ট অংশ ৫২
শামদেশের পরিস্থিতি এবং তৎকালীন কয়েকজন নবি ও সভ্যতা ৫৪

মিশরের সভ্যতা ও নবি-রাসুল **৬৪**
ফিরাউনি সভ্যতা ৬৪
মিশরে ইউসুফ আলাইহিস সালাম ৬৫
মুসা আলাইহিস সালাম ও বনি ইসরাইলের শাম প্রত্যাবর্তন ৬৬
ফিরাউন-পরবর্তী মিশর ৬৯

আরব উপদ্বীপের নবি-রাসুল ও রাজ্যসমূহ **৭০**
আরবদের শ্রেণিবিন্যাস ৭০
প্রাচীন আরব জাতি এবং তাদের কাছে প্রেরিত আল্লাহর নবিগণ ৭১
বর্তমান আরব জাতি ৭৩
আরবের ইসলামপূর্ব রাজনৈতিক ইতিহাস ৭৪
নগর রাজ্যসমূহ ৭৫
ইয়েমেনের রাজ্যসমূহ ৭৫

মায়ান রাজ্য ও কাটাবন রাজ্য (১২০০-৭০০ খ্রিষ্টপূর্ব) ৭৫
আরব উপদ্বীপের উত্তরের রাজ্যসমূহ ৭৭
সভ্যতার আলোকে মানাযিরা ও গাসাসিনাদের গুরুত্ব ৭৮
হিজায ৭৯
মক্কার উৎপত্তি ও ইসমাইল আলাইহিস সালাম ৭৯
হস্তীবর্ষ ও কাবাগৃহ ধ্বংসের অপচেষ্টা ৮১
আরবদের অর্থনীতি ৮১
অবসন্নতার যুগ ৮১
সংক্ষেপে ইসলামপূর্ব প্রাচীন ইতিহাস ৮২
ফলাফল ৮৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

আস-সিরাতুন নাবাবিয়া

সূচনা **৮৫**

নবিজির লালনপালন **৮৭**
শৈশবকাল ৮৭
যৌবনকাল ৮৯

নবুয়তপ্রাপ্তি **৯২**
ওহির সূচনা ৯২
ওহির প্রকারভেদ ও রিসালাতের ক্রমধারা ৯৩
দাওয়াতের স্তরসমূহ ৯৪

হিজরত ও ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপন **১০৬**
নবিজিকে হত্যার ষড়যন্ত্র ১০৬
মদিনায় হিজরতের ধাপসমূহ ১০৭
নতুন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিসমূহ ১০৯

পঞ্চম অধ্যায়

আব্বাসি সাম্রাজ্য (১৩২-৬৫৬ হিজরি | ৭৪৯-১২০০ সাল)

আব্বাসি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ২১৭

প্রথম আব্বাসি যুগ (১৩২-২৪৭ হিজরি | ৭৪৯-৮৬১ সাল) ২২১

প্রথম আব্বাসি যুগের খলিফাবৃন্দ ২২১

১. আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ (১৩২-১৩৬ হিজরি | ৭৪৯-৭৫৩ সাল) ২২৩

২. আবু জাফর আল-মানসুর (১৩৮-১৫৮ হিজরি | ৭৫৩-৭৭৪ সাল) ২২৪

৩. মুহাম্মাদ আল-মাহদি (১৫৮-১৬৯ হিজরি | ৭৭৪-৭৮৫ সাল) ২২৬

৪. মুসা আল-হাদি (১৬৯-১৭০ হিজরি | ৭৮৫-৭৮৬ সাল) ২২৮

৫. হারুনুর-রশিদ (১৭০-১৯৩ হিজরি | ৭৮৬-৮০৮ সাল) ২২৮

৬. মুহাম্মাদ আল-আমিন (১৯৩-১৯৮ হিজরি | ৮০৮-৮১৩ সাল) ২৩১

৭. আব্দুল্লাহ আল-মামুন (১৯৮-২১৮ হিজরি | ৮১৩-৮৩৩ সাল) ২৩২

৮. আবু ইসহাক আল-মুতাসিম (২১৮-২২৭ হিজরি | ৮৩৩-৮৪১ সাল) ২৩৪

৯. হারুন আল-ওয়াসিক (২২৭-২৩২ হিজরি | ৮৪১-৮৪৬ সাল) ২৩৬

১০. জাফর আল-মুতাওয়াক্কিল (২৩২-২৪৭ হিজরি | ৮৪৬-৮৬১ সাল) ২৩৬

৭ শতকে পৃথক ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যসমূহ ২৩৮

১. উমাইয়া রাজ্য (আন্দালুস) (১৩৮-৪২২ হিজরি | ৭৫৫-১০৩০ খ্রিষ্টাব্দ) ২৩৯

২. বনু মিদরার রাজ্য (মরক্কোর সিজিলমাসা অঞ্চল)
(১৪০-২৯৭ হিজরি | ৭৫৭-৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ) ২৪২

৩. রুস্তামিয়া রাজ্য (মধ্য মরক্কো)
(১৬০-২৯৬ হিজরি | ৭৭৬-৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ) ২৪২

৪. ইদরিসিয়া (আদারিসা) রাজ্য (মরাকেশ)
(১৭২-৩৭৫ হিজরি | ৭৮৮-৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ) ২৪২

৫. আগালিবা রাজ্য (তিউনিশিয়ার কায়রাওয়ান অঞ্চল)
(১৮৪-২৯৬ হিজরি | ৮০০-৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ) ২৪৩

দ্বিতীয় আব্বাসি যুগ (২৪৭-৬৫৬ হিজরি | ৮৬১-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) ২৪৫

দুর্বল খলিফাদের শাসনকাল ২৪৫

দ্বিতীয় আব্বাসি যুগের খলিফাবৃন্দ(২৪৭-৬৫৬ হিজরি | ৮৬১-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) ২৪৬

দ্বিতীয় আব্বাসি যুগে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি
(২৪৭-৬৫৬ হিজরি | ৮৬১-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) ২৪৯

তুর্কিদের আধিপত্য (২৪৭-৩৩৪ হিজরি | ৮৬১-৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) ২৪৯

বুওয়াইহিদের আধিপত্য ২৫১

সেলজুকদের আধিপত্য (৪৪৭-৬৫৬ হিজরি | ১০৫৫-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) ২৫৩

ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ২৫৫

**দ্বিতীয় আব্বাসি যুগের গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীন রাজ্যসমূহ
(২৪৭-৬৫৬ হিজরি | ৮৬১-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) ২৫৮**

ক. নবম শতাব্দীর রাজ্যসমূহ ২৫৮

১. তাহিরিয়া সাম্রাজ্য (খোরাসান)(২০৫-২৫৯ হিজরি | ৮২০-৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ) ২৫৯

২. ইয়াফুরিয়া সাম্রাজ্য (সানআ) (২২৫-৩৯৩ হিজরি | ৮৩৯-১০০২ খ্রিষ্টাব্দ) ২৫৯

৩. যিয়াদিয়া সাম্রাজ্য (যুবাইদ) (২০৩-৪১২ হিজরি | ৮১৮-১০২১ খ্রিষ্টাব্দ) ২৫৯

৪. যাইদিয়া (তালিবিয়া) সাম্রাজ্য (তিবরিস্তান)
(২৫০-৩১৬ হিজরি | ৮৬৪-৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ) ২৬০

৫. তুলুনিয়া সাম্রাজ্য (মিশর ও শাম)(২৫৪-২৯২ হিজরি | ৮৬৮-৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ) ২৬০

৬. সাফফারিয়া সাম্রাজ্য (ইরান, হিরাত, ট্রান্স অক্সিয়ানা)
(২৫৪-২৯৮ হিজরি | ৮৬৮-৯১০ খ্রিষ্টাব্দ) ২৬১

৭. সামানিয়া সাম্রাজ্য (ট্রান্স অক্সিয়ানা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ)
(২৬১-৩৯০ হিজরি | ৮৭৪-১০০০ খ্রিষ্টাব্দ) ২৬২

৮. যাইদিয়া (বনুর রশিদ) সাম্রাজ্য (সুদা ও সানআ)
(২৮০-১৩৮২ হিজরি | ৮৯৩-১৯৬২ সাল) ২৬৩

৯. উবাইদিয়া (ফাতিমি) সাম্রাজ্য (মিশর ও মরক্কো)
(২৯৭-৫৬৭ হিজরি | ৯০৯-১১৭১ সাল) ২৬৪

খ. দশম শতকের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যসমূহ ২৬৬

১. হামাদানিয়া সাম্রাজ্য (মুসেল ও আলেপ্পো)
(৩১৭-৩৯৪ হিজরি | ৯২৯-১০০৩ সাল) ২৬৬
২. বুওয়াইহিয়া সাম্রাজ্য (৩২০-৪৪৭ হিজরি | ৯৩২-১০৫৫ সাল) ২৬৭
৩. এখশিদিয়া সাম্রাজ্য (মিশর) (৩২৩-৩৫৮ হিজরি | ৯৩৪-৯৬৮ সাল) ২৭০
৪. ইমরান ইবনু শাহিন রাজ্য (ইরাকের বুতাইহ অঞ্চল)
(৩২৯-৪০৮ হিজরি | ৯৪০-১০৪৭ সাল) ২৭০
৫. গজনবি সাম্রাজ্য (গজনা, ইরানের সিংহভাগ অঞ্চল, এশিয়া মাইনর এবং
হিন্দুস্তানের কিছু অংশ) (৩৪৯-৫৭৮ হিজরি | ৯৬০-১১৮৩ সাল) ২৭১
৬. যিরিয়া সাম্রাজ্য (আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়া)
(৩৬২-৫৬৩ হিজরি | ৯৭২-১১৬৭ সাল) ২৭২
৭. আকিলিয়া সাম্রাজ্য (মুসেল)
(৩৮৬-৪৮৯ হিজরি | ৯৯৬-১০৯৫ সাল) ২৭৩
৮. আলে খাযরুন আয-যিনাতিউন সাম্রাজ্য (ত্রিপোলি)
(৩৯০-৫৪০ হিজরি | ৯৯৯-১১৪৫ সাল) ২৭৩
গ. ১১ শতকের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যসমূহ ২৭৪
১. আসাদিয়া সাম্রাজ্য (বাগদাদের দক্ষিণের হাল্লা অঞ্চল)
(৪০৩-৫৫১ হিজরি | ১০১২-১১৫৬ সাল) ২৭৪
২. গ্রেট সেলজুক সাম্রাজ্য (৪৩২-৫৮৩ হিজরি | ১০৩৭-১১৮৭ সাল) ২৭৫
৩. বনু হাম্মাদ সাম্রাজ্য (আলজেরিয়া)(৩৯৮-৫৪৭ হিজরি | ১০০৭-১১৫২ সাল) ২৭৭
৪. নাজাহিয়া সাম্রাজ্য (যুবাইদ) (৪০৩-৫৫৪ হিজরি | ১০১২-১১৫৯ সাল) ২৭৮
৫. মিরদাসিয়া সাম্রাজ্য (আলেপ্পো) (৪১৪-৪৭২ হিজরি | ১০২৩-১০৭৯ সাল) ২৭৮
৬. মুলুকুত তাওয়ায়িফ (আন্দালুস)(৪২২-৪৮৪ হিজরি | ১০৩০-১০৯১ সাল) ২৭৯
৭. মুরাবিতিন সাম্রাজ্য (মরক্কো ও আন্দালুস)
(৪৪৮-৫৪১ হিজরি | ১০৫৬-১১৪৭ সাল) ২৮০
৮. সালিহিয়া সাম্রাজ্য (ইয়েমেন) (৪২৯-৫২৯ হিজরি | ১০৩৭-১১৭৩ সাল) ২৮২
৯. উয়ুনিয়া সাম্রাজ্য (বাহরাইন) (৪৬৬-৬৩৬ হিজরি | ১০৭৩-১২৩৮ সাল) ২৮২
১০. খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য (৪৭০-৬২৮ হিজরি | ১০৭৭-১২৩০ সাল) ২৮৩
১১. বনু যুরাই সাম্রাজ্য (এডেন) (৪৭৬-৫৬৯ হিজরি | ১০৮৩-১১৭৩ সাল) ২৮৩

১২. হামাদানিয়া সাম্রাজ্য (সানআ) (৪৯২-৫৯৬ হিজরি | ১০৯৯-১১৭৪ সাল) ২৮৪
১৩. আরতাকিয়া সাম্রাজ্য (মার্দিন ও কিফা দুর্গ)
(৪৯৫-৮১১ হিজরি | ১১০১-১৪০৮ সাল) ২৮৪
কিফার হিসন সাম্রাজ্য (৪৯৫-৬২৯ হিজরি | ১১০১-১২৩১ সাল) ২৮৪
মার্দিন রাজ্য (৫০২-৮১১ হিজরি | ১১০৮-১৪০৮ সাল) ২৮৫
১৪. বুরিয়া সাম্রাজ্য (দামেশক) (৪৯৮-৫৪৯ হিজরি | ১১০৩-১১৫৪ সাল) ২৮৫
ঘ. ১২ শতকের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যসমূহ ২৮৫
১. মুওয়াহহিদিন সাম্রাজ্য (মরক্কো ও আন্দালুস)
(৫১৪-৬৬৮ হিজরি | ১১২০-১২৬৯ সাল) ২৮৬
২. যিনকি সাম্রাজ্য (শাম ও মিশর)
(৫২১-৬৬০ হিজরি | ১১২৭-১২৬১ খ্রিষ্টাব্দ) ২৮৬
৩. ঘুরি সাম্রাজ্য (আফগানিস্তান ও হিন্দুস্তান)
(৫৪৩-৬৮৬ হিজরি | ১১৪৮-১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) ২৮৭
৪. বনু মাহদি সাম্রাজ্য (ইয়েমেন)
(৫৫৪-৫৬৯ হিজরি | ১১৫৯-১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) ২৮৮
৫. আইয়ুবি সাম্রাজ্য (মিশর, শাম ও অন্যান্য অঞ্চল)
(৫৬৭-৬৪৮ হিজরি | ১১৭১-১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ) ২৮৮
ঙ. ১৩ শতকের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যসমূহ ২৮৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

মামলুক সাম্রাজ্য (৬৪৮-৯২৩ হিজরি | ১২৫০-১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ)

মামলুকদের ইতিহাস (মিশর ও শাম) **২৯২**
মামলুক যুগে ইসলামি বিশ্বের পরিস্থিতি ২৯৩
বাহরিয়া মামলুকদের যুগ (১২৫০-১৩৮৯ সাল) ২৯৫
বাহরিয়া মামলুক যুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ২৯৮
বুরুজিয়া মামলুকদের যুগ (১৩৮৯-১৫১৭ সাল) ৩০০

আরব উপদ্বীপের পরিস্থিতি (৬৫৬-৯২৩ হিজরি | ১২৫৮-১৫১৭ সাল) ৩০৪
হিজায ৩০৪
ইয়েমেন ৩০৫
১. বনু রসুল রাজ্য (১২২৯-১৪৫৪ সাল) ৩০৫
২. বনু তাহির রাজ্য (১৪৫৪-১৫১৭ সাল) ৩০৬
ইয়ামামা ৩০৭
বাহরাইন ৩০৮
ওমান ৩০৯

মোঙ্গল জাতি ও ইরাকের ইতিহাস ৩১২
মোঙ্গল জাতির পরিচিতি ৩১২
ইসলামি বিশ্বের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ মোঙ্গল নেতৃবৃন্দ ৩১৩
তৈমুরিয়া রাজ্য (১৩৬৯-১৫০০ সাল) ৩১৬
তৈমুর লং (১৩৬৯-১৪০৪ সাল) ৩১৬

হিন্দুস্তানের মুসলিমগণ (৬৫৬-৯২৩ হিজরি | ১২৫৮-১৫১৭ সাল) ৩১৮
হিন্দুস্তানে মুসলিমদের ইতিহাস (১২৫৮-১২৫৮ সাল এর আগ পর্যন্ত) ৩১৯
হিন্দুস্তানে ইসলামি সাম্রাজ্যের যুগ (৮১৩-১০০১ সাল) ৩১৯
হিন্দুস্তানে ইসলামি সাম্রাজ্য (দিল্লির সুলতানগণ) ৩২০
আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ ৩২২

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দ্বীপসমূহে ইসলাম
(৬৫৬-৯২৩ হিজরি | ১২৫৮-১৫১৭ সাল) ৩২৪
মালাইও ও ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের আগমন ৩২৫
মালাইও ও ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামি রাজ্য প্রতিষ্ঠা ৩২৫
ফিলিপাইনে ইসলাম ৩২৬
চীনে ইসলাম ৩২৭
মালদ্বীপে ইসলাম ৩২৭

শুরুর আগে

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। যিনি সারা বিশ্বের পালনকর্তা। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবিকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার-পরিজন এবং সম্মানিত সাহাবিগণের ওপর।

মুসলিম জাতির ইতিহাস—ইতিহাস বিষয়ে আমাদের ক্ষুদ্র একটি প্রয়াস। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রত্যাশায় বইটির সংকলন ও বিন্যাসে গ্রহণ করা হয়েছে অভিনব পদ্ধতি। এ আমাদের এক প্রচেষ্টা মাত্র। বইটি যেন মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হয়ে ওঠে—আমরা সেই প্রত্যাশাই করি।

বইটি মূলত ইসলামের বিশাল ও বিস্তৃত ইতিহাসের বিন্যস্ত সারসংক্ষেপ। যে ইতিহাসের পরিধি আদম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে সম্মানিত নবিদের সময়কাল পেরিয়ে পরবর্তী ইসলামি ইতিহাসের যুগ ধারাবাহিকভাবে অতিক্রম করে আমাদের সময় পর্যন্ত ব্যাপৃত।[১]

আমাদের এই প্রয়াস সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আদ্যোপান্ত শামিল করে নিয়েছে কিংবা ইতিহাসের ধারা বর্ণনা আমরা পরিপূর্ণরূপে সম্পাদিত করতে পেরেছি—সে দাবি করি না। নিঃসন্দেহে সেজন্য প্রয়োজন ত্যাগী, যোগ্য ও কর্মমুখর একদল ইতিহাসবিদের। আমি যা করেছি, তাকে আমার সামান্য সাধ্যের ক্ষুদ্র বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই বলার সাহস রাখি না। ইতিহাস বিষয়ে গবেষকদের প্রতি আমি চিরকালীন মুখাপেক্ষী। তাদের পরামর্শ ও নির্দেশনা আমার চলার পথের পাথেয় হবে নিঃসন্দেহে।

---

[১] বইটির রচনাকাল ১৯৯৬ সাল

একটি গ্রন্থ রচনার পেছনে বেশকিছু বিষয় উদ্দীপকের ভূমিকা পালন করে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির রচনায় যে বিষয়গুলো আমাকে বিশেষভাবে প্রাণিত ও উদ্দীপিত করেছে, পাঠকদের সামনে তার কিছু তুলে ধরছি—

» দীর্ঘদিন ধরেই আমার মনে হচ্ছিল, প্রাচীন ও সমসাময়িক গ্রন্থাবলিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুসলিমদের উত্তরাধিকার এবং তাদের অতীত-বর্তমানের ইতিহাস সংক্ষেপে একটি বইয়ে সংকলিত করা প্রয়োজন।

» আমাদের ইসলামি গ্রন্থাগারে এমন কোনো গ্রন্থ পাচ্ছিলাম না, যা সব যুগের ইতিহাসকে সহজভাবে একত্রিত করেছে এবং সাধারণ পাঠক কোনো প্রকার দ্বিধা-সংশয় ও উদ্বেগ ব্যতিরেকেই যা অনায়াসে অধ্যয়ন করতে পারে।

» বর্তমানে ইতিহাসের যে গ্রন্থাবলি রয়েছে, তার অধিকাংশই প্রাচীন এবং কলেবরেও বিশাল। পণ্ডিত ব্যক্তিদেরই কেবল সুযোগ হয় সেসব অধ্যয়নের।

» এ ছাড়াও এ গ্রন্থ রচনায় যে বিষয়টি আমাকে বিশেষভাবে তাড়িত করেছে, মুসলিম উম্মাহর সোনালি সময় পাঠকের কাছে সহজবোধ্য ও সাবলীলভাবে তুলে ধরার বাসনা। অতীতের যে স্বর্ণকালে উম্মাহ দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেছিল প্রবল আগ্রহে এবং যার ফলে তারা যাপন করতে সমর্থ হয়েছিল আদর্শ এক জীবন।

আমার আরেক লক্ষ্য, অতীতের ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমে উম্মাহকে সতর্ক করার পাশাপাশি বর্তমানও তার চোখের সামনে যথার্থভাবে তুলে ধরা। দ্বীনকে ভুলে যাওয়ার ফলে ইসলামের উচ্চকিত মানহাজ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে উম্মাহ বর্তমানে যে দুরবস্থা, দুর্বলতা, বিচ্ছিন্নতা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অবহেলার শিকার হচ্ছে, তার বিবরণ যুগের ভাষায় হাজির করা।

উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা সেই জাতি, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। যদি আমরা সেই ইসলাম ছেড়ে অন্য কিছুতে সম্মান খুঁজি, আল্লাহ তাআলা ফের আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।'

পাঠকের সুবিধার জন্য আমি বইটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। সংক্ষেপে সেসব অধ্যায়-বিন্যাস নিম্নরূপ—

প্রাচীন ইতিহাস

এর সময়কাল আদম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে শুরু করে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের আগ পর্যন্ত ব্যাপৃত। এ পর্বে আমি স্পষ্ট করেছি, তারা সবাই একই বাণী নিয়ে আগমন করেছেন।

আর তা হলো 'ইসলাম'।

'আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে এই মর্মে রাসুল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।'[১]

'নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম।'[২]

এই জাতিসমূহের অধিকাংশকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কেননা তারা আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করেছিল এবং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

নবিজির সিরাত (৫৭০-৬৩২ সাল)

এ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপাখ্যান। যার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ ইসলামি রাষ্ট্রের কেন্দ্র ছিল 'মদিনা মুনাওয়ারা'। পরবর্তী সময়ে যা সমগ্র আরব উপদ্বীপকে ইসলামের শাসনের অধীন করে নেয়। সিরাত এমন এক মহিমান্বিত জীবনের উপাখ্যান, যা রাজা-প্রজা নির্বিশেষে উম্মাহর সর্বস্তরের সকল শ্রেণির জন্য অনুসরণীয় জীবনাদর্শ।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।'[৩]

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগ (১১-৪১ হিজরি : ৬৩২-৬৬১ সাল)

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের জন্য আমার আদর্শ ও আমার পরবর্তী হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদিনের আদর্শ অনুসরণ করা আবশ্যক। মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে হলেও তা আঁকড়ে ধরো।'[৪]

ইতিহাসে এই সোনালি সময়টিতেই পারস্য, শাম ও মিশর-সহ বহু ভূখণ্ডে ইসলামের বিজয় সম্পন্ন হয়েছে। এই কালে মুসলিম উম্মাহর যাপিত জীবন ছিল ইসলামের পূর্ণাঙ্গ মানহাজ অনুযায়ী।

---

[১] সুরা নাহল, আয়াত : ৩৬

[২] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৩৬

[৩] সুরা আহযাব, আয়াত : ২১

[৪] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৬০৭; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪২; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৭১৪৪; হাদিসের সনদ সহিহ।

উমাইয়া যুগ (৪১-১৩২ হিজরি : ৬৬১-৭৪৯ সাল)

এই সময়ে ইসলামি সাম্রাজ্যের পরিধি সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব তখন একজন খলিফার অধীনে শাসিত হতো। যাপিত জীবনে ইসলামি অনুশাসনের অনুসরণে যদিও এ সময়ে আগের তুলনায় কিছুটা ঘাটতি আসে; তবে এ ঘাটতি পরবর্তী সময়ের বিচারে সামান্যই ছিল বলতে হয়। আর এমন তো হওয়ারই ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার যুগের মানুষ। এরপর যারা তাদের পরে আসবে। এরপর যারা তাদের পরে আসবে।'[১]

আব্বাসি যুগ (১৩২-৬৫৬ হিজরি : ৭৪৯-১২৫৮ সাল)

ইতিহাসের এই যুগটির (বিশেষ করে দ্বিতীয় আব্বাসি যুগের) অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই সময়ে বেশকিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সেবায় যেগুলোর কোনো কোনোটির ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন : সেলজুক সাম্রাজ্য, জিনকি সাম্রাজ্য, আইয়ুবি সাম্রাজ্য, গজনবি সাম্রাজ্য ও মুরাবিতিন সাম্রাজ্য। সেই সাথে একই সময়ে আত্মপ্রকাশ ঘটে কিছু বাতিনি সম্প্রদায় এবং ক্ষুদ্র কিছু শিয়া রাজ্যের। পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের ওপর শুরু হয় ইউরোপীয়ান খ্রিস্টানদের ভয়ংকর ক্রুসেড। এই সময়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো বিজয় মুসলিমদের লাভ হয় না। ইতিহাসের এই পর্বটির সমাপ্তি ঘটে ধ্বংসাত্মক মোঙ্গল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, যে যুদ্ধ আব্বাসি সাম্রাজ্যের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়।

মামলুক যুগ (৬৫৮-৯২৩ হিজরি : ১২৫৯-১৫১৭ সাল)

মামলুক যুগে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অন্যতম সাফল্য হলো, বর্বর মোঙ্গল অগ্রযাত্রার প্রতিরোধ এবং ইসলামি প্রাচ্য থেকে ক্রুসেডারদের শেষ অস্তিত্বটুকুর নাশ। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, পূর্বের তুলনায় এ যুগে ইসলামবিমুখতা আরও বৃদ্ধি পায়।

উসমানি যুগ (৯২৩-১৩৪২ হিজরি : ১৫১৭-১৯২৩ সাল)

উসমানি সাম্রাজ্য তার সময়কালের প্রথম দিকে অভাবনীয় ও বিস্ময়কর সব বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়। উসমানিদের বিচরণভূমি ছিল পূর্ব ইউরোপ। হাঙ্গেরি, বেলগ্রেড, জার্মানি, গ্রিস, রোমানিয়া, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়া-সহ বহু ইউরোপীয় ভূখণ্ড নিজেদের অধীন করতে সমর্থ হয় সাম্রাজ্যটি। সেই সাথে ইসলামি প্রাচ্যের অধিকাংশ অঞ্চলেও নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তারা।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২৬৫১; *জামিউত তিরমিযি* : ২২২১; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪৬৫৭; *মুসনাদু আহমাদ* : ৩৫৯৪

কনস্টান্টিনোপল (বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী) বিজয় এ সাম্রাজ্যের অন্যতম কীর্তি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে গিয়েছিলেন, 'অবশ্যই কনস্টান্টিনোপল বিজিত হবে। কত সৌভাগ্যবান হবে কনস্টান্টিনোপল বিজেতা! কত ভাগ্যবান হবে সেই বাহিনী!'[১]

উসমানি শাসনামলের শেষ সময়ে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো সর্বত্র জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়। জাতীয়তাবাদের এই বিষবৃক্ষই ইসলামি খিলাফতের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিম উম্মাহর মাঝে দেখা দিতে থাকে অনৈক্য আর বিভক্তি। পারস্পরিক আত্মকলহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর এসব রাষ্ট্রে ইসলামি আদর্শ ও অনুশাসনের বিন্দু-বিসর্গও অবশিষ্ট থাকে না। ইসলামি আদর্শ থেকে তারা বহুদূর ছিটকে পড়ে।

বর্তমান মুসলিম বিশ্ব (১৩৪২-১৪১৭ হিজরি : ১৯২৩-১৯৯৬ সাল)[২]

এ অংশে আমি আলোচনা করেছি বর্তমান সময়ের ইসলামি বিশ্ব নিয়ে। প্রতিটি রাষ্ট্র সম্পর্কে আমি পৃথকভাবে আলোকপাত করেছি। এক্ষেত্রে প্রথমে আমি আলোচ্য রাষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ পেশ করেছি। তারপর তুলে ধরেছি সেখানকার ইসলাম-পরিস্থিতি ও মুসলিম উম্মাহর সার্বিক অবস্থা। আলোচ্য রাষ্ট্রগুলোর কোনটিতে কীভাবে ইসলাম ধর্ম প্রবেশ করেছিল, তারও বর্ণনা হাজির করেছি প্রয়োজন অনুপাতে। সবশেষে কিছুটা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি বর্তমান বিশ্বের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়গুলোর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে। অধুনা বিশ্বে তারা কী ধরনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে এবং তার সমাধানে বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর করণীয় কী—সেসব বিষয়েও আলোচনা করবার একটা প্রয়াস চালিয়েছি।

এ বই লিখতে গিয়ে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছি

প্রথম অধ্যায়টি (প্রাচীন যুগ) হলো এ গ্রন্থের সবচেয়ে ছোট অধ্যায়। যদিও সময়ের ব্যাপ্তি বিবেচনায় এ পর্বটিই সবচেয়ে দীর্ঘ। তা সত্ত্বেও প্রথম অধ্যায়টিকে ছোট রাখার পেছনে কারণ হলো, প্রাচীন যুগ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব। এ যুগ সম্পর্কে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য তথ্য ততটুকুই, যতটুকু পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জানিয়ে গিয়েছেন।

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৮৫৯৭; *মাজমাউয যাওয়ায়িদ* : ১০৩৮৪; ইমাম হাইসামি বলেছেন, এই সনদের সকল বর্ণনাকারী সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য।

[২] বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি যেহেতু ১৯৯৬ সালে রচিত, তাই এ সময়টিকে 'বর্তমান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলনের জন্য যা নিতান্তই সামান্য। আর এছাড়া এ যুগ সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের দ্বিতীয় যে মাধ্যম, তা হলো বিভিন্ন ইসরাইলি বর্ণনা।

ইসরাইলি বর্ণনা গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে নবিজি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, 'তোমরা বনি ইসরাইল থেকে বর্ণনা করতে পারো। এতে কোনো সমস্যা নেই।'[১]

আরেক হাদিসে এসেছে, 'কিতাবিরা তোমাদের কাছে যেসব ঘটনা বর্ণনা করে, সেক্ষেত্রে তোমরা তাদেরকে সত্যায়নও কোরো না; মিথ্যা প্রতিপন্নও কোরো না।'[২]

ফলে এই যুগের ইতিহাস সংকলন ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। এ যুগকে কেন্দ্র করে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলি ঘিরে ঐতিহাসিকদের পরস্পরে তুমুল মতবিরোধ ও মতানৈক্য লক্ষ করা যায়। তাই আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, আমার এ গ্রন্থে শুধু সেই ঘটনাবলিই তুলে ধরতে, যেগুলো কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত আছে। অথবা যেসব ঘটনার সত্যতায় অধিকাংশ ঐতিহাসিক সূত্র ঐকমত্য পোষণ করেছে। আর যে ঘটনাগুলো ঘিরে ঐতিহাসিকদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বৈপরীত্য ও মতবিরোধ রয়েছে, সেগুলো যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেছি।

আমি সর্বজনস্বীকৃত সাধারণ ঘটনাবলি কেবল বর্ণনা করে গেছি। সেগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণে নিমগ্ন হইনি। এমনকি এ যুগটির ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমি কোনো সন-তারিখও ব্যবহার করিনি। যদিও কোনো কোনো ঐতিহাসিক সুনির্দিষ্ট কিছু দিন-তারিখ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। খুব সম্ভব তারা সেই যুগেরই মানুষ ছিলেন!

যা-ই হোক, এ যুগের ইতিহাস বর্ণনার দ্বারা মূল উদ্দেশ্য, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণতি থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা।

যে কথা পাঠকদের না জানালেই নয়—

» গ্রহণযোগ্য সূত্রাবলি ও বিশেষজ্ঞ গবেষকদের গবেষণা থেকে নিশ্চিত না হয়ে কোনো ঘটনা এ গ্রন্থে আমি লিপিবদ্ধ করিনি।

» এ গ্রন্থে আমি যা লিপিবদ্ধ করেছি, তার সবই বিভিন্ন আকর গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক সূত্রাবলি থেকে সংগৃহীত। যথাস্থানে আমি সেসব সূত্রের ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছি।

» ইসলামের অগ্রগতি ও অগ্রসরতায় বিভিন্ন জাতি ও ব্যক্তির অবদান, কৃতিত্ব যেমন বর্ণনা করেছি, তেমনই নানা জাতি ও ব্যক্তির অসংগতি এবং তাদের ক্ষতিকর উদ্যোগ

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৪৬১; *জামিউত তিরমিযি* : ২৬৬৯

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৪৪৮৫; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৭২২৫; হাদিসটি সহিহ।

ও কর্মকাণ্ডও তুলে ধরেছি। সেই সাথে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি লাভ-ক্ষতির কারণ ও ফলাফল। তবে অপ্রয়োজনীয় এবং অদরকারি বিশ্লেষণ যথাসম্ভব পরিহার করেছি।

» হিজরি প্রথম শতকের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির ক্ষেত্রে হিজরি সন আর বাকি জায়গায় খ্রিষ্টীয় সন উল্লেখ করা হয়েছে।

মানুষ ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। এ গ্রন্থ রচনায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক ও অসম্ভব কিছু নয়। এক্ষেত্রে আমি আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করি। কামনা করি বিদগ্ধজনের দিকনির্দেশনা, পরামর্শ ও কল্যাণকর উপদেশ। যারা এ কাজে এগিয়ে আসবেন, আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকেই উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমি আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফিক ও সফলতা কামনা করি। দুআ করি এই প্রচেষ্টাটুকু যেন তাঁর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা লাভের মাধ্যম হয়। এর মাধ্যমে যেন উপকৃত হয় সমগ্র মুসলিম উম্মাহ।

আহমাদ মামুর আল-আসিরি

২৫ মুহাররম ১৪১৭ হিজরি